দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 2 SEP 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ৫ কলাম ২ ... ...

মতামত

শিক্ষক সমিতি প্রসঙ্গে সরকারী মাধ্যমিক

শিক্ষক জাতির প্রাণ, জাতির কর্ণধার। গোটা জাতির শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জনক, পরিপোষক ও সংবর্ধক শিক্ষক সমাজ। এ হিসেবে জাতির প্রকৃত অভিভাবক হচ্ছেন এরা। এরাই হচ্ছেন প্রকৃত অর্থে জাতির মূল সম্পদ বা এসেট তথা জাতির জাগ্রত বিবেক।

ঐ চিন্তা ও চেতনাকে কেন্দ্র করে জন্ম নেয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। খুব সম্ভব ১৯৭২ সালের দিকে। জন্মলগ্ন হতে আজ পর্যন্ত ঐ সমিতির কর্মকাণ্ডের দিক নির্দেশনামূলক পর্যালোচনা-ই হচ্ছে এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আমাদের চলমান সমাজের আর্থ-সামাজিক বিবর্তনে সমিতির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করার একটি সংক্ষিপ্ত প্রয়াস হচ্ছে এ প্রতিবেদনটি।

দেশে মোট সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ২২৮টি। এ হিসেবের মধ্যে 'শিফট' ভিত্তিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও ধরা হয়েছে।

১৯৮০ সালের ২ ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা নগরীর খিলগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সর্বমোট ৮ সদস্যের একটি "সিলেকশন কমিটি" গঠিত হয়। এই কমিটির মাধ্যমে সর্বজনাব মীর আব্দুল বাতেন ও শহীদুর রহমান যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ফলে মাত্র উক্ত আট সদস্যের প্রতিনিধিত্বে বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এহনে "সমিতিতে" দেখা দেয় দ্বন্দ্ব ও চিড়।

এই দ্বন্দ্ব ও চিড় প্রকট হয়ে প্রকাশ পায় এসএসসি টেস্ট পেপার ছাপানো নিয়ে। টেস্ট পেপার ছাপানোলব্ধ লাভের অর্থ নিয়ে দানাবেঁধে উঠে স্বার্থের ন্যক্কারজনক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের। ফলে পাঠ্য-পুস্তকের বাজারে জন্ম হয় অপর একটি টেস্ট পেপারের। এ দু'টি টেস্ট পেপারকে কেন্দ্র করে প্রতিহিংসা ও প্রতিযোগিতার রাজত্ব কায়েম হয় অর্থগৃধ্নু মনমানসিকতার রয়েলটির বাট-বাটোয়ারী ও বখরা নিয়ে। 'সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি' এমনিভাবে জড়িয়ে পড়ে উক্ত দু'কর্মকর্তার সংঘাত ও সংশয়ে। ফলে ১৯৮০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারীর তথাকথিত সিলেকশন কমিটির ঘোষিত সভাপতি অবশেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে নিজের স্বার্থসহ সমিতির অস্তিত্বটুকু রক্ষার প্রয়াসে লিপ্ত হন। ১৯৮০ সালের ৫ মার্চ তিনি সিলেকশন কমিটির বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।

এরপর নতুনরূপ ও ভংগীতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তিনি নিজেকে সম্পাদক ও জনাব মোশাররফ হোসেনকে সভাপতি হিসেবে ১০-৩-৮০ তারিখের একটি দৈনিকে ঘোষণা দেন।

এ ঘোষণার কয়েক মাস পর ২২ জুন ১৯৮০ সালে ঢাকার সরকারী ল্যাবরেটরী উচ্চ বিদ্যালয়ে বাছাইপর্বের এক সাধারণ সভায় ভিন্নতর আংগিক ও নতুনতর কায়দায় জনাব শহীদুর রহমান নিজেকে পুনরায় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রকাশ করেন যা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও গঠনতন্ত্র বিরোধী।

এর মাসখানেক পর অর্থাৎ ১৯৮১ সালের ৮ অক্টোবর জনাব শহীদুর রহমান অদৃশ্য প্রভাব খাটিয়ে উল্লেখিত কমিটি বাতিল ঘোষণা করে পুনরায় প্রাক্তন সভাপতি জনাব আব্দুল বাতেনকে সভাপতি সাজিয়ে এবং নিজেকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অভিব্যক্ত করেন। এতে রুষ্ট হয়ে অবশিষ্ট কর্মকর্তারা পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে আর একটি সমিতি দাঁড় করান। তখন হতে শুরু হলো দ্বন্দ্ব ও বিভক্তির পালা। ১৯৮৪ সালে এই

৪-এর পাতায় দেখুন

মতামত

৫ এর পাতার পর

দ্বন্দ্ব ও বিভক্তি পাকাপোক্ত রূপ নেয়।

সংস্থা হিসেবে 'সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি'টিকে উন্নত ও মর্যাদা সম্পন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র মোতাবেক সমিতিটিকে শিক্ষক সম্প্রদায়ের সামগ্রিক কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যে একান্তভাবে প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। এ জন্য প্রয়োজন নিবেদিতপ্রাণ ও নিঃস্বার্থ নিরলস শ্রম বিনিয়োগ। সংস্থা বা সংগঠনের মূল উপকরণ হচ্ছে ৪টি ঃ (ক) গঠনতন্ত্র, (খ) নেতৃত্ব, (গ) কর্মীদল, (ঘ) তহবিল।

এই ৪টি উপকরণের পারস্পরিক সুহৃদ সম্পর্ক দেহের সাথে আত্মার মত অবিভাজ্য ও অবৈধ দৃশ্যমূলক শিক্ষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন ঃ

১। বিদ্যালয়ের অংগনে শিক্ষকদের আবাসস্থল বা কোয়ার্টারের ব্যবস্থাকরণ।

২। শিক্ষকদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সম্মানজনক সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিতকরণ।

৩। আকস্মিক বিপদ-আপদ এবং অবসর জীবনের ক্লেশ-ক্লান্তি ও দায়-দায়িত্বভার উপশম করার জন্যে শিক্ষক সম্প্রদায়ের জন্য আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ।

ইত্যাদি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির উন্মেষ ও বিকাশ হওয়াটাই ছিল শিক্ষককূলের প্রত্যয় ও প্রত্যাশা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে আশা চরমভাবে ধুলিসাৎ হয়েছে বিশেষ করে, তথাকথিত 'এনাম কমিটি'র রিপোর্টে কতিপয় শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অতিরিক্ত ঘোষণা করায় শিক্ষক সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত কল্যাণ ও নিরাপত্তা হয়ে পড়েছে হুমকির সম্মুখীন। অতিরিক্ত ঘোষিত শিক্ষকদের অনেকেরই চাকরি ও বেতন উক্ত রিপোর্টের ফলে সম্প্রতি হয়ে পড়েছে অনিশ্চিত ও শংকাগ্রস্ত।

সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির কৃতিত্বে এ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত চিত্র। সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজের কল্যাণমূলক প্রয়াস চালানো এবং প্রতিনিধিত্ব করার পরিবর্তে গুটিকতক ব্যক্তির স্বার্থ ও প্রতাপ সৃষ্টির সহায়ক হয়ে উঠেছে "এই সমিতি"। বর্তমান সমিতির রাহু গ্রাস হতে শিক্ষক সম্প্রদায়ের নিষ্কৃতির জন্য আশু পদক্ষেপ অপরিহার্য। এই চেতনার সঞ্চার হোক সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে।

—মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক
সদস্য,
আহবায়ক কমিটি, সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সহকারী শিক্ষক,
সরকারী ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ঢাকা।